

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

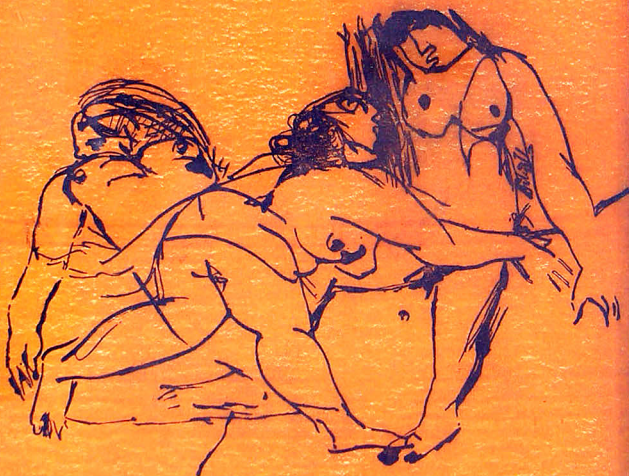
Record No. KLM LGK 200	Place of Publication : <i>କଳିକତା ଲିଟଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ (ଓ-ଗବେଶନା କେନ୍ଦ୍ର ନି. ୨)</i> <i>କଲକତା-୭୨</i>
Collection KLM LGK	Publisher <i>ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ</i>
Title <i>ଶୁଭେ (ANUBHAV)</i>	Size <i>8.5"/5.5"</i>
Vol & Number <i>1/1</i> <i>1/3</i> <i>1/4</i> <i>1/8</i> <i>1/11</i> <i>2/7</i>	Year of Publication : <i>July 1974-</i> <i>Sep 1974</i> <i>Oct - Nov 1974</i> <i>Feb - March 1975</i> <i>July 1975 / Jan 1976</i>
Editor	Condition : Brittle Good Remarks

C D Ref No. KLM LGK

জয়ন্তকুমার সম্পাদিত

অনুভব

কবিতার মাসিক





নবপরিচয় । প্রথম বর্গ, চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা
অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪

অনুভবের কথা, অনুভবীয়

অক্টোবরে অনুভব বেরোয়নি, কেননা অক্টোবর ছিল পূজোর মাস। তখন বাংলা মুন্স্কের কবিতা ফরমায়েসি লেখায় বাস্তব ছিলেন। আমরা তেমনভাবে কাউকে দিয়ে ফরমায়েসি কবিতা লেখাতে চাই না। এবার পূজোর বাদি থেমেছে। আশা করা যায়, স্থিতিরূপে অনেকটাই কবিতা লিখতে পারবেন।

এটা অনুভব না বেরোনার কৈফিয়ৎ নয়। আমরা কারো খাতি না, পরি না, সেজেনোই কৈফিয়ৎ দেওয়াটাও অপছন্দ করি। যেভাবে 'দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জোপাড় করি, সেভাবেই বের করি কবিতার কাগজও। জীবনের সঙ্গে যোগ না থাকলে কবিতাও মিথ্যাত্ব কিনা সন্দেহ। তবে হারা অনুভবের গ্রাহক, তাঁদের ঠকাবার ইচ্ছে আমাদের নেই। পূজোর মৌল পৃষ্ঠার লেখালেখি এ মাসে পুঁসিয়ে দিলুম বাড়তি এক ফর্মা ছাপিয়ে।

ইচ্ছা আছে, অনুভবের পরের সংখ্যাটি বের করার পাঠকদের মনোনীত কবিতা দিয়ে। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, গত দু'এক মাসে তারা যে সব কবিতা পড়েছেন, তার মধ্য থেকে দশটি কবিতা নির্বাচন করে পাঠান। পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রবন্ধ পাঠাতে পারেন নতুন। কিন্তু সেটা মনোনয়নের দায়িত্ব সম্পাদকের।

কেমন লিখছেন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রুম ধর, মৌর্যজ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরঞ্জন চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত? তরুণতম কবিদের মধ্যে কার কার কবিতা আপনার ভালো লাগছে? লিখে পাঠান, ছাপবে। কেমন লাগছে রত্নেশ্বর হাজারা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা? এটা আমরা লক্ষ্য করছি, কবিতা ছাপা হলেই পাঠকদের দর্শনে চলে যায়।

কবিতা, কবির জীবন

সবাই কবি নয় | জ্যোতির্ময় গল্পেপাখ্যায়

প্রাককাল কবিতা বিদ্যানে, বা লিখতে পারি না বলাইট সমীচীন, কবিরজ্ঞ না কব্যা সমজ্ঞানীর কখনো সম্মান উৎসাহ পেছো। দুঃখ বেদনা বসতে যা-নিতান্তই বঞ্চিত। গোপীপত ক্রতির কোন প্রসই ওঠে না। বাংলা কবিতায় প্রবীন নবীন কবিতা যৌথভাবে যা লিখে চলেছেন তাতে, ভালমন্দের চুলচেরা প্রস্নে না—গোলেও একটা চেহারা অস্তিত্ব স্পষ্ট, বাংলা কবিতার একটা চেলমান ধারা রক্ষা হয়েছে। যৌবনে কবিতা লেখার তাগিদে যা-যা ছিল তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বোধ করি উৎকৃষ্ট নারীসঙ্গ রাস্ত, বন্ধু পরিজনের মুখে নিজের বিশিষ্ট ক্ষমতার সূচ্যতি ও পরিশেষে সামাজিক জীবনে বিঘড়ন মনে আপন স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণীয় প্রতিপত্তা।

পরে ঈশ্বরিক নানা দূশের অনিবার্য আবেদন—গোলা আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর মাঝে মাঝে মাঝারি পাহাড় টিলা বা স্থপ, সাবরবানু ট্রেনের জানরার মধ্য থেকে দেখা গাছপালা পর্বকটির এসব কাব্য রচনার আন্তরিক তাগিদ মগিয়েছে। আরও পরে সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বিচার-অবিচার শুভ-অশুভ এ সমস্তর কার্য কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা কাব্য রচনার তাগিদকে বিশেষ অর্থবহ করেছিল এক সময়। কাব্য রচনাকে হঠাৎই একদা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ মনে হয়েছিল। এবং সে কাজের কিংবদন্তি দায়িত্ব আমারও ওপর। পরে একাধিক কবিতা প্রকাশের পর, একদিন সবিশেষ স্ফূর্তি বোধ করছি। আমার নিজস্ব কণ্ঠস্বর আমার নিজের কানে কিছুতেই বাজতে চায় না। অথচ এই কণ্ঠস্বর অবিকারিত বৈপর্য্য প্রকাশ আমি কি না করতে চেয়েছি। আরও অনেক পরিশ্রমাত্মে আমি একান্ত নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে পেতাম কিনা এ প্রশ্ন আজ নিতান্তই জিজ্ঞাসা। হরতো খুঁজে পেতাম, এই আত্মতৃপ্তিই আমার অধির চিত্তের বিপুল সাধনা। আমি মাঝে মাঝে ভেবে দেখি, ভীষনানন্দ চিকই বলেছেন এ সবাই কবি নয় কেউ কেউ কবি। পক্ষেহাতীত যে আমি প্রথোক্ত দলে।



ঝড় / জ্যোতির্ময় গল্পেপাখ্যায়

রাহির মন মুহূর্তমুহূর্তে, ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে, এদিকে হাওয়ায় ধূলা ঝরছে আর গ্রামও দু'কোণ আরও, আর গাছের মত পুরণো পাঠা নীলাম দরে হাঁকছে গাধাখানে দাঁড়িয়ে মাঠে আকাশ পাতার ডাবছি। হাঠের পথটা স্বপ্ন চেনা-চেনা, কিন্তু তাও জটিল হল অদূর স্বপ্নে ঝড়ে। হারিয়ে গেল পেরিয়ে মোড়ে সাতপুরুষের সাকো, মুহূর্ত বাসা বেঁধে স্টেশন—সারায় না কো কেউ; তাই প্রবাদ বাক্য মনেতে গেলে অগ্নসরে বাসা। এদিকে হাওয়ায় পায়ের কুটুছে মাথা ছিল পাতার ক্রমাগতই, ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে ক্রমে ক্রমান্বয়েই, পিছন ফিরি, নাতিদূরেই ঘোনা জোয়ার লগুন। ইতিহাসের টিনের ঘরে নিম্ন শ্রেণীর সহপাঠীর বহুদিনের স্টেশন মাস্টারী। মস্তমুগ্ধ পদস্থান স্পষ্টঃ তবু ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে, তবু খসছে মত হলুদপাতা গাছের নীচে নীলাম দরে হাঁকছে, তবু ঝিরিয়ে থি-থি রাহি।



রুটি নেই, মনে হয় রুটি পড়েছিলো | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

রুটি নেই, মনে হয় রুটি পড়েছিলো। উজ্জল রোদুরে তাকে ফরে মতে দেখেছে অনেকে, অনেকে দেখেছে তাকে পাতাতে মাইয়ের ঐ পাত্রে—যেখানে মানুষ নেই, আছে শুধু পাথর প্রকৃতি, পরন্তর হাওয়া নেই, আছে যুদ মন্থর বাতাস সেইখানে। রুটি নেই, মনে হয় রুটি পড়েছিলো।

গৌরাঙ্গ ভৌগিকের কবিতা

কবিতাবলী

১. জন্মভূমি মানুষেরা

নিজেরই কান্নায়া মুখ
জন্মভূমি মানুষেরা কান্নাকেই একমাত্র রমণীয় মানে করে থাকে,
দুঃখ ও কান্নার পুষ্টি দিয়ে
উদ্যানের সিঁড়িগুলি দঙ্ক সব দুপুরেও নয় করে রাখে।

২. তবু দেখি

সাবাদিন ঘন্ব চলে বিছিন্ন শিবিরে,
ভুলের দসল ভুলি, ভুল!
উদ্যানে মাওয়াই হয় না, তবু দেখি চতুর্দিকে
অন্ধ নীল ফুল।

৩. বিকল মুহূর্ত

সংসার পাজিতে খেলে সুদূরে যন্ত্রের ধানি ছনি যেন অতকিতে
স্রোতের উজানে,
বিহ্বল মুহূর্তগুলো পে সময় খমকে থাকে
গ্রিয়মান বিশাল উদ্যানে।

৪. চিরকাল

পাহাড় দেখছে নিজ মুখচ্ছবি প্রতিদিন তাইজাগের সমুদ্রের জলে,
নাগিকের গান শোনে দূরগত অঙ্গপল্ট হাওয়ার।
অনাদিকে তিমাচলে সামগ্রিক জীবের কঙ্কালে
সমুদ্র পজাগ হয় রাতি বারোটার।

অবসর

অকল মিহি

অমর জগৎ না চলে

অবসর ইন্ডিকার্ট্রি হাই ডাক্স ট্রেন
জন্মভূমিরেই যেন শিল্পের মতো হয়,
দায়িত্ব অসম্পূর্ণতা নৈমিট্রি
তবু তবের চাঁকোয় অসম্পূর্ণ,
সবচেয়ে পাতল পুষ্টিতেই হুটি দোম
হুটিতে পর মানবমুখের রেডাক্স,
সম্পর্ক রসিকতায়ই (মনে) সেই ট্রেনের
ট্রেনের থেকে রক্তাক্ত,
হাফ দ্বৈতের জগৎ মানব মুখ ট্রেন
দায়িত্ব চাঁকোয় চাঁকোয় অন্ধ চিহ্নিত।

অমর জগৎ না চলে

অবসর জগৎ নতুন অমর
দায়িত্ব অসম্পূর্ণতা নৈমিট্রি
নতুন চাঁকোয় অসম্পূর্ণ,
ট্রেনের চাঁকোয় অসম্পূর্ণ,
জন্মভূমিতে নতুন চাঁকোয়
জগৎ হুটিতে,
চিহ্নিতট্রেন চিহ্ন চিহ্ন
জগৎ নতুন :
"জন্মভূমি হই হই হই চাঁকোয়।"



জেনেছে সে / অমিতাভ দাসগুপ্ত

জনে ধুয়ে গেল তার সব—
প্রতিশ্রুতি, সমতা, প্রণয়,
সে বুঝেছে, সবই লোকাচার,
সমস্ত সাজানো, অভিনয়।

বাইরে সে দাঁড়িয়েছে এসে
রোদে-জলে সে এখন স্থির
ক্ষমাহীন, দারুণ অধীর
যেহেতু সে আজ একপেশে।

পাছে ক্ষেতে তলারও কুড়ুতে
নেই আর একতিল শখ—
হয়কর গিয়েছে সে জেনে
কে সেই আসল প্রবঞ্চক।



কেন সুখ // স্বদেশরঞ্জন দত্ত

কেন সুখ
লৌকিক দুঃখের বাড়ি
এমন ডাকাতি করে যাও
যুদ্ধ প্রলোভনে;
অলৌকিক মাঠ থেকে অখারোহী
শব্দভেদী বান ছুঁড়ে মারো,
—কি যে খেলা—

সুখের আঙ্গনে পুড়ে পুড়ে
জহরীকা রেখে যাও
বার্ছকের কৃষ্ণিত লজাটে;
কেন সুখ এমন ডাকাতি করে যাও।



সহজ নয় // সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

মাঝে তো সহজ নয়! ফুলে
কতটুকু উঠে আসে মাটির প্রতিভা?
সত স্তম্ভাবহ প্রণোচনে
গন্ধ নির্বাচন,
তারো আগে থাকে
সপ্রতিভ গ্রন্থনের মৃগল প্রাক্তন!

না, মাঝে সহজ নয়; যখন পাপড়িতে জাগে
প্রাকৃতিক কোলাহল, যখন বিবাহে
বর্ণে বর্ণে জেগে ওঠে দম্পতি শরীর,
তখনতো বোঝা যায়
পুরুষ ও নারীর নিঃস্পন্দ, সমানুপাতিক ধ্যান
কেন বিশেষিত ঐ অবির কুসুমের।

তাই মাঝে মাঝে ছেঁড়ে গ্রহি
সামাজিক ফুলের প্রণালী
ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে শিখে হয়ে ওঠে প্রকৃত মৌলিক;
তারো সফল বিজ্ঞান ছেঁড়ে যে যার পুরোনো পদবীতে
একাকী বিষম ফেরে, জানবারো ফেরেনা কেবল,
বিচলিত জ্যোৎস্না এসে তার পাশে চাঁদ হয়ে শোয়।
মধ্য নিশীথের সিন্ত পৃথিবীতে শোনা যায়
বাতাসের স্থায়ী আর্তনাদ!



দীর্ঘদিন বাঁচতে ইচ্ছা করে ॥ সত্য গুরু

তোমার নাম করতাই
ঈশ্বরের মুখ আসে চোখের পর্দায়
তোমার নামের সঙ্গে একাকার ঈশ্বরের রূপ
তোমার জনেই আমি তাঁকে পাই আমার অস্তিত্বে স্থির, আর
তিনি দিচ্ছেন রাজ্য তোমাকে, অর্থাৎ
ভালোবাসা বান ডাকে।
নরকেও বছরদিন বেঁচে থাকতে প্রাণে ইচ্ছা পায়

তোমার নামের শব্দ হৃৎপিণ্ডের শব্দ মনে হয়
তোমার রূপের রেখা রঙ, সে আমারই বোধ বিদ্যা ও হৃদয়
ধানের আলীর খেঁচা চাষীর সাফল্য সূখ তত্ত্ব যে-রকম
তোমার সাক্ষিকে আমি স্বর্গকেও তৃষ্ণ করি, বাসি
আমার সর্বত্র জুড়ে অধিষ্ঠান নিলে ঈশ্বর
আমার শক্তিকেই পছন্দ করলেন তিনি
ভালোবাসা পেলে অনুমোদন কেননা
তাঁর নাম বেজে উঠলে আমার নিজের কণ্ঠে সহসা তোমার
শাব্দীকী মুখের বিভ্রা শরীরের অন্তর্গত বাহ্যের ভেতরে
সজ্জনী ইচ্ছার মূলে শক্তি যোগায়

ঈশ্বর বা তুমি
একজন না-একজন থাকতো সকল সময়
আমার মডেল সঙ্গে
আমি ও ঈশ্বর দুয়ে নিহত না-হলে
তোমার আমার মধ্যে কী করে বিচ্ছেদ আনবে দূরত্ব কিরাত
আমাদের ভালোবাসা আছে
নরকেও তাই বহু দীর্ঘদিন বাঁচতে ইচ্ছা করে।



কটকের কবিতা যে-রকমটি লিখেছেন | সরোজ মহাপাত্র

কবিতাহারা বলতে যা বোঝায় কটকে তার সত্যিই কোন অস্তিত্ব নেই।
আগেও সম্ভবত ছিল না। যারা এখানে লিখছেন তাঁরা নিজেরাই নিজ-বেষ্টিত
হয়ে লিখে চলেছেন। এবং যেটুকু যোগাযোগ তাঁরা রেখে থাকেন, সে কলকাতারই
সঙ্গে। প্রাবল্যপূর্ণ সুবেশধারা কেউই জিইয়ে রাখতে পারেননি এখানে।

তার প্রমান 'বৈতরণী' থেকে 'মরুসন্নী'! এক একটি পত্রিকা জন্ম নিয়েছে
নিজস্ব অনুপ্রেরণায়। এবং সময়ের অনুকূলতা থেকে প্রতিকূলতার তার ক্ষীণ
রোখাটি রেখে শুকিয়ে দিয়েছে। প্রায়শই যা ঘটে লিটিল্ ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে।

অথচ রাজেন সরকার থেকে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ
সামর্থ্য অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশে কার্পণ্য করেননি। যতদূর জানি, এই কটকেই
বাংলা কবিতা পত্রিকা প্রথম প্রকাশ পায় ইংরাজী ১৯৭০ সালে। নাম 'বৈতরণী';
সম্পাদনা প্রজেন সরকার। কিন্তু মধ্যা করেছি, সেটির প্রকাশ এখান থেকে
হলেও, পরিপুষ্ট ছিল কলকাতার কবিকুলদের নিয়েই।

১৯৭১ সালে প্রেমায় দশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'উত্তর প্রবেশ'
যাতে বেশীর ভাগই ছিল রিপ্রিন্ট। তবু সম্পাদক একটা ভাবে রাখতে চেষ্টা
করেছিলেন ওড়িয়া বাঙ্গালী লেখক সমাজদের একত্রিত করে। সম্পাদকীয় স্তম্ভেও
ছিল, 'এ নবজাতকও ত্রিতীয় সংখ্যা পর্যন্ত আয়ু পাবে কিনা সে আশঙ্কা পুরোপুরি
বর্তমান। যদি পায়,.....ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্তী পর্ব বাংলাদেশের জয়জয়কার রক্তস্পর্শ পর্ব। সেই স্পর্শে 'মানুষের
মুখ' জেগে উঠল দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে। একটা ক্ষীণ
আশাকে আলো দেখিয়ে মানুষের মুখ বলে উঠল, মানুষেরই কথা কবিতার
প্রাচীরে।

তারপর সময় আবার অসময়ের ঘরে বন্দী ছেল বেশ কিছুটা সময় ধরে।
এবং এই অসময়ঘরের কোন থেকেই ১৯৭০ সালে চার জনের মিলিত প্রচেষ্টায়
(রাজেন সরকার, জয়ন্ত কুমার, গোবর্দ্ধন উদগাতা ও সরোজ মহাপাত্র) 'নীনাচালে'
এবং দ্বিতীয় সংখ্যারূপে 'মানুষের মুখ'।

তবু সব থাকা সত্ত্বেও 'নীনাচালে' 'মানুষের মুখ' একদিন হারিয়ে গেল

তবে একটা জিনিষ, এই হঠাৎ থেমে-থাকার ভৈরব যুদ্ধ অফরে থেমে থাকেনি।
জাবার শব্দে শব্দে গতিতে বেরিয়েছে 'মরসুখী' প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। কিন্তু
এখানকার মারা চলেছেন, তাঁরা মিলিত হন নি একবারের জন্যেও। কবিতা পাঠ
তো দুবের কথা। 'পানের কথায় আছে 'চলন্ত রাজকুমারী', কিন্তু তাঁনের
উপদ্রবে বেরা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না; সমজদার স্রোতকে
জিৎস্যা করিলে সে বলে, 'রাজকুমারী না চলে ত' চলুক, কিন্তু তানটা চলিতে
থাক। অবস্থা রাজকুমারী কোন পথে চলিতেছেন, সে সংবাদের জন্য যাচার
বিশেষ উদ্বেগ আছে, তাহার পক্ষে তানটা দুঃসহ, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদি রস
উপভোগ করতে চাও, তবে রাজকুমারীর গম্যস্থান নির্ণয়ের জন্য নিরতিশয়
অধীর না হইরা তানটা শুনিয়া লও....."

□ □ □

এবার আমরা দেখি, কে কি নিয়ে কেমন করে কবিতার পরিবেশ খণ্ডিত
করেন।

প্রাচীন সরকারের কবিতায় দেখি, তিনি কবিতার খোল প্রতি লেখায় পালটিয়ে
চলেছেন আধুনিক কবিতার সামান্যমানি হতে। উচ্চারণ করেন; "স্বাগ নয়
সুদনাতি জালা/এত জালা কোথায় লুকনো/গাছে পাতায় শাখায় নাকি ফুলের
আদলে/.....ও সব কিছুই নয়/সে কেবল পরিণত ক্ষণিক সময়।"

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের
প্রাধান্য। তাই বলে প্রেমের কবিতায় যে তিনি সিদ্ধহস্ত নন অতি বড় নিম্নকও
অধীকার করবেন না। সহজ 'শরীর'.....; 'রক্ত' প্রম 'ভূঁড়ে মারেন 'আর
কতকাল নায়েব সেজে/প্রতিমার সছর হ'বে?'

আমিও নিম্নিহ্ন অপরিণত শব্দ সস্তার সাজিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চারণায়। তবু
বলতে খিঁচা নেই নিজের সম্বন্ধে আমার নিজের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দুর্বলতা নেই
নিজের ভক্ত নেই বলে। এবং এই মনে রেখে লিখে চলেছি—"গঙ্গার স্বর
স্বনে থাকে চেনা যায় না, নিশ্চিত ভাবেই। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি গুপ্ত দাতক।"
একসময়ে লিখেছিলাম, "ফুল ফুলে ফুলের ভুবন দেখাব/... ..আমি/আমার
সঙ্গ/কবিতার শেষ চরিত্র/লয় বিলসে।" তার পরই কিন্তু অস্বাভিত ভাবেই
লিখেছি ".....এ আমার নিজের কাছে/নিজের সম্বর্ন। হৃদয় ভঙে/হেলেছি
আমর তাপ পেতে/আঙনের মুখোশ সে কি অনন্ত পিপাসা/....."

আরো একজন ভীষণ ভাল লেখেন প্রতিটি শব্দে রোম্যান্টিকতার স্পর্শ দিয়ে।
তিনি জগন্ত কুমার। "ঘোড়াটা দৌড়চ্ছে সারা মাঠে/আরেকটি দৌড়লে গিরিখাদ।
এবার ওপথে দৌড়ে হব, মাথার ওপরে মস্ত চাঁদ। /ঘোড়াটা দৌড়চ্ছে
জোরে, দীর্ঘ। / ঐ চাঁদ আরো কতদূর?।" কিন্তু সূর্যমুখীর অতল প্রাণ দেখে
নেন তিনি বিশ্বস্ত চোখে, "একটি নদী/উৎসে মাঝার জন্য/হাচাকার/করছিল। /
একটি ফুল/ফুটে থাকল/সারারাত! /সারারাত!।

গোপাল করালের কবিতা-চর্চা 'মরসুখী'কে কেন্দ্র করেই। কোথার ভেতর
বিচ্ছিন্ন ভাবে কবিতা উঁকি মারলেও পুরোপুরি কবিতা হওয়ার পথে তার নিজের
কথাতেই বলা চলে, 'খোজে আলোর রোশনাই'।

প্রেমময় দাশগুপ্তর কবিতা বুদ্ধিমতী। তাড়াতাড়ি 'সময় নিহত মূম' কাব্যখানি
বের করে ফেলেন।

তারাদাস বিশ্বাস, বংকিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় পালশেঠী, সুনীতি বাসু, চারনা
মোহন, অরুণ কুমার দে হাজরা এরাও কবিতা লিখে চলেছেন। লিখে চলেছেন বিপ্লব
বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিমেষ সেন ও অটাত ঘোষ। কিন্তু সোপামোহন এত অল্প যে
সামান্য পরিসরে এদের মূল্য-নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

এখানে যদি বড়িয়া কবির বাজালী কবির অথবা পরস্পরের সাহায্যে এসে
লেখা আন্তর করেন, হয়ত না কবিতার মোড়, স্থান কাল পাত্র তাগ করে
জ্বালাতে পারেন অনির্বান শিখা।

ভাবের মরে পড়ুক না চিনতে আজো। বলা তো হবে,

তুমিও দিয়েছ মেরে তোমার সুদীর্ঘ যত হাত—

যেখানো নামি না কেন সেখান তোমার আলিঙ্গন।"

"অন্ধকারে আমার কেন এখনো একাকী?"

আমি এবং / লেখেন সরকার

আমি এবং

আমরা

এক চক্রর দৌড়ে

রিলে রেসের কাটিটি

মাশালধারীদের জিম্মায় পৌঁছে

আমি এবং আমরা

প্রভুর পা শালপাতা ইত্যাদি করে

কুকুর বিভ্রান্ত নেটেইদুর এবং

দিনিন্দ্রিয়

মানে ট্রপিকাল মেডিসিন কারখানার বস্ত্র

আমি এবং আমরা মানুষেরা

মানুষ মানুষ ভাবতে

পেটে এক ফির বসিয়ে

ক্রোড়ে ডর বিকলাগ শিশু

জন্ম থেকেই মানুষ

মানুষ মানুষ ভাবতে

ভাবতে

খ-স-টা-স্তে খসটাতো

তর্ক যখন বড় লোকেরা করে, বুদ্ধি খাটায়
সতর্ক পদক্ষেপই তখন আমাদের তর্ক।
নইলে ভেঙ্গে যেতে সময় লাগে না—ক্ষয় হতে
ক্ষয়িষ্ণু তর্কের মধ্যে।

আমাদের তর্কের মাথাগুলো
জন্মন, আত্মনাদ, রাজনীতি;
কাগজী বাস্তবের খবর;
*মানব পাচার ডাক; শিল্পের গোপন চিত্রকার!

চার দিয়ে চৌপ ফেলে চতুর কাপালিক
সর্বদাই অপেক্ষায় আছে।
আমরা বিকিয়ে গেলে ওরা ফের
ঠেঁড়া হাতে জমিদারী শাসন চালাবে।

পূবেলা উত্তর / সরোজ মহাপাত্র

ওরা চারজন পেল চারদিকে
পূর্বপশ্চিমউত্তরদক্ষিণ

পূবে যে পেল সে রঙে পেল চারণ হয়ে
পশ্চিমে যে পেল
সে পেল শ্রেষ্ঠবাজারে
অর্থনৈতিকসুপ্রাসঙ্গিক
দক্ষিণের যাত্রী পেল
রাজসিংহাসনসহ দলিলকরাপত্রীওউপদ্রী

কেবল উত্তরের যাত্রী ফিরে এল
পাহাড়ের যন্ত্রণা নিয়ে

পানি ওর জন্মই অপেক্ষা করছিল এতদিন
প্রেমের প্রথম সর্ষ থেকে
যাতে কেউ আঘাত না পায় প্রেমের
প্রথম দিনটি জেবে.....



রাজাবাপী কাগজপত্রের যে সংকটাবস্থা, সেইদিকে কটাক্ষ করে আমাদের
এক পরিহাসপ্রিয় বন্ধু নিচুকই হাস্যপ্রণেয়কারী নম্রতা করলেন সেদিন। এ
অবস্থা আপাত দৃষ্টিতে একটা হাস্যকার্যের মত মনে হলেও সাহিত্যের কল্যাণে
নাকি এটাই সবচেয়ে সুসময়, ভগ্নো ঘোষণাপত্র। এ রকম ধারণার উত্তরে
নতুন কোন জোরালো বুদ্ধি স্থাপন করতে সাওয়াও বোকানি, যদিও কথাটা
একটু রক্ত হলেও নিতান্তই উড়িয়ে দেওয়ার নয়। কয়েকবছর ধরে এই বাংলার
যে জনবর্ধমান পত্র-পত্রিকার সংবাদ পাওয়া বাচ্ছিন্ন, সেই রাশীকৃত কাগজের
পাতা উইটে-উইটে যতটা রক্ত হতে হয়েছে, তার তুলনায় চমকে ওঠার মত
রচনা সৃষ্টি কম চোখে পড়েছে। হয়তো এইসব উদ্ভোগ শুধুই চমকপ্রদ ঘটনা
হয়েই তাৎক্ষণিকের উদ্ভাসটা ছড়িয়ে দিয়েই হারিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ এই
অবস্থার উত্থান সম্ভব হয়েছিল, এইরকম ধারণা থেকে, যে রবীন্দ্রনাথের পর
বাংলায় গদ্য কবিতা লেখা খুবই সহজ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। জীবনানন্দও
একবার এই সংকটাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, 'ছন্দের দোটার দ্বিতরে
পড়ে কখনো কবিকে গদ্য ও পদ্য ছন্দে প্রায় খবরের কাগজের জিড়ার লিখতে
দেখা যাচ্ছে, কখনো বা ২২ ও ২৬ মাত্রার পর্যায়ে কিংবা প্রবন্ধমানতার পংক্তি
পরস্পার জিতুর দিয়ে যেন সে পৌঁছেছে নির্মুক্ত সমুদ্রে।'

প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষীণায় কাগজ কিছু জন্মগোয়েই প্রকাশ করেছে তাদের
বিভ্রাহাঙ্ক সম্পাদকীয়, প্রগাডসকারী ধীকোয়াজি। একবার একজন সদ্য পরিচিত
তরুণ সম্পাদক ভ্রানক আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আমাকে নবতম প্রয়াসের কথা
জানিয়েছিলেন, তাদের সম্মিলিত সমিতির কথা। 'সম্মিলিত' এই শব্দটির প্রতিই
আমার আপত্তি ছিল, আমি তর্ক করেছিলাম এই মৌখ উদ্যোগের বিপক্ষে।
কেননা কাগজ করা, বিশেষতঃ সাহিত্যের কল্যাণে এই ধরনের গঠনমূলক কাজ
সবসময় সাক্ষ্য বয়ে এনেছে বলে আমার যন্ত্র অভিজ্ঞতায় নেই, অনেকের
সহযোগিতা আর সহমতিতা এইরকম প্রয়াসকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু
প্রধানতঃ আত্মসমর্পণ করতে হয় একজনকেই, এক জনেরই রক্ত, মাংস অস্থি
মিশিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব কেবলমাত্র লেখকদের একটি নির্ভরযোগ্য এবং পরিষ্কার
আশ্রয়।

কিন্তু যে আন্দোলন কাগজের সৌম্যবুদ্ধতাকে ভেঙে দিয়ে, কবিতাকে জনপ্রিয়
করবার প্রয়াসে নেমে আসে রাষ্ট্রায়, রাজপথে, সে সব আন্দোলনও কেন একটু
চিত্তকার জাগিয়েই নিজে যায়, দু-একটি বিকলের প্রাণবন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা

উড়িয়ে। পথচারীদের সচকিত করে দিয়ে, এক সময় এই শহরের ফুটপাথে কবিতা পড়ুন। কবিতা পড়ুন। কবিতা না পড়লে বাঙালী বাঁচবে না!’, এসপ্লানেডে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, কুড়ি বাইশ বছর পূর্ব যুবক কবির। কবিতাকে কানের ভিতর দিয়ে প্রাণের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তার জন্য অনেক সমালোচনাও হয়েছিল, শুনতে হয়ছিল অনেক কট্ট-মন্তব্য। কবিতা ভালবাসেন এমন ক্রাফ্ট পঠকেরা জাত পেলে বলে গান্ধাগণিত করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রয়াস ও দীর্ঘজীবী হলোনা কেন? কেন সাফল্য ও বিজ্ঞার দেখা গেল না উত্তরাধিকারের স্বাক্ষরে; মুক্তি যেনায়ে বিকসে সাহিত্যচক্র, পটিশ বৈশাখের সকালে কবিতা ফেরিগালা, কিংবা সম্ভ্রুত বঙ্গ সংস্কৃতির মেলায় শাস্ত্র বিশ্লেষণের বিভাগের আর সারসংক্ষেপ কবিতা নিয়ে ছেঁটে-ইত্যাতি প্রয়াসকে নকল, নকল, নকল বলে কেন কবিতার পাঠকেরা অধঃপতন বলে হজ্ঞনী তুলে ধরেন এদিকে, নাক উচু করে কথা বলেন। অথচ সার্থক কবিতার একটি পংক্তির অনেক কিছু দেওয়ার থাকে, স্বাধীনতার মত নতুনবান মহাখণ্ড বলে জানতে পারে এক-একটি কবিতা, অস্বস্তিঃ ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতাটির অভিজ্ঞতা তো আমাদের চেখের সামনে ঘটে গেছে। আর, ব্যাপারটা চরমকাজীও হওয়া সম্ভবও ভাববার মত, সদা দেখা একটি চিত্রে মল্লঃস্বজের কবি সঞ্জননের দৃশ্য, ‘নতুন কবিতা মাট করে আসছে’ বলে কবি সত্তার প্রচার, সে কবিসত্তায় মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত একজন সাধারণ যুবতীও খুঁজে পায় জীবনের মানে।

এই কলকাতায়, এক-একবার খড় বয়ে যায় কবিতা নিয়ে। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক, ঘণ্টিকী ইত্যাদি ঘটনাগুলো শুধু স্ফের সাক্ষী হয়েই রয়ে যায়। যা কিছু ফলশ্রুতি তা ভাষ্যকবির স্ফুতির মাথাই। শুধুমাত্র কবিতা, নির্ভেজাল কবিতার জন্যই কাগজ, দুটি কি তিনটির বেশী নেই কেন? যেগুলি অস্বস্তিঃ নিশ্চিত কোন আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। অথচ পরিসংখ্যানের মতে পাঠকের চেয়েও কবিদের সংখ্যা বেশী। পত্রিকার সংখ্যা হয়তো তারও কাছাকাছি।

এ বছর নিজের ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের হুমকির অধিবেশনের শেষ দিনের অনুষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সারা বাংলা কবি সম্মেলন হিসাবে। তৎপত্তম কবিরাই ছিলেন সত্তার আকর্ষণ। সেই সত্তার হঠাৎ আমাদের হাতে এসে পড়লো মহিয়ার খেকো প্রকাশিত ‘জ্যাকটে’ পত্রিকার একটি বিশেষ সংকলন। ভালপাতার ছাপা। কাগজের সংকটের জন্য এই উদ্যোগ। একটি পত্রীর প্রেরণার মত মনে হয়েছিল আমার কাছে, যা একটি বিশেষ আন্দোলনের শরীক হিসেবেই অনুভব করা সম্ভব। তা সম্ভবও, একথা অস্বীকার করা যায় না, ভালপাতার এ স্বল্প সংখ্যক পত্রিকার চেয়ে কাগজের মুদ্রিত পত্রিকা প্রচার ক্ষমতা অনেক বেশী। অনেকদিন আগে উত্তর বাংলার উত্তরীয় নামের একটি ক্রীড়াকায় কাগজ

দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম, যার প্রত্যেকটি প্রচ্ছদই হাতে আঁকা এবং একই রকমের।

অথচ বাংলা কবিতা অনেকটা এগিয়ে এনেছে তার ওনপ্রিয়তার পতাকা। শুধুমাত্র মূদ্রণ পরিপাটি ও চোখে দেখে পড়ার সীমা ছাড়িয়ে, কবিতার ভবিষ্যৎ অনেক বেশী সম্ভাব্যতার পিছনে নির্ভরতাকে কাজে লাগিয়েছে। রেডিও ও রেকর্ড আজ কবিতা প্রচারের বাহন। এমন কি জনপ্রিয়তা মাছাই করবার জন্য টিকিট কেটেও কবিতা পাঠের আয়োজন হয়েছে এই কলকাতায়। কিন্তু তা সম্ভবও কেন এই জনপ্রিয়তা সংশয়াচ্ছন্ন, এখনো কেন যে কবিরাই কবিতার প্রধান পাঠক, এবং সংখ্যাগ তরা সীমাবদ্ধ, সেটাই বিস্ময়ের। যদিও স্বল্পায়ু পত্রিকার তালিকা শেষ দশ বছরে মাত্রাতিরিক্ত রকমের বেশী। যদিও, এখনো অবিশ্বাস্য ঘটনার মত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পাঠ্য তালিকায়, সেই সমস্ত আধুনিক কবিদের পড়ানো হচ্ছে, এই সেদিনও সারা নানাভাবে নিষ্পিত ও স্নানীকৃত হয়েছেন। অনেক অবিচার ও অবজ্ঞার পাখর সরিয়ে সরিয়ে সারা জীবনজ্ঞার কবিতার জন্যই যুদ্ধ করে গিয়েছেন।

কবিতা আন্দোলন, আর পাঁচটা আন্দোলনের মত প্রয়োগে হাতে স্বর্গ বলে আনে না, উত্তরাধিকারীরাই তার ফল ভোগ করে, সমকালীনের ভাগে সব সময়ই একেবারেই শূণ্যতা না হলেও, উল্লেখ্য প্রতি কিছু থাকে না। থাকে বলে হাত-গরম। কিন্তু নিজেরই উদ্বেজনাতে আন্দোলন হিসাবে প্রম হয় বলে, বাজার উপচে পড়া কাগজের স্রোত দেখে মনে হয়, ওই বোধহয় আসছে, নতুনদের জন্য, নতুনদের নতুন-নতুন কবিতা। কবিতার কাগজ।

এখন যখন বাজার-কাদিয়ে এক-একটি কাগজ বিনা নোটশেই উঠে মাওয়ার জোগাড়, তখনই বোধহয় নতুন একটি আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব। সে আন্দোলন আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে স্বল্প সংখ্যার দীর্ঘজীবী কয়েকটি টাটকা কাগজ, যা একান্তভাবেই কবিতার এবং কবিদের।



নিজের বাইরে মানুষ / অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষ কখনো বুঝি নিজের বাইরে চলে যায়
ভাঙা ঘর, বুরো মাটি রাস্তার গভীরে পড়ে থাকে
বাকুড়ার হাতি, ছোড়া অরুণের চোখে মেখে

বিসর্জন জাঁকে।

কে কার বিজ্ঞান জুড়ে নাড়িকুণ্ডে চেলেছিল ঘুম
কার স্তন শিক হয়ে নির্জনতা ছুঁয়ে গিয়েছিল
কোন চোখে নেভেছিল শরীর সরানো করতালি
যার জন্য বহুদিন সূর্যসন্ধান আলো, ভয়
কিছুই পড়ে না মনে, রোমন্থনে অরণ্য বিস্তার
জগে ওঠে বাতাসের অন্য আশ্রয়জন,
সহসা নিজের চেয়ে আরো এক নিজের মানুষ
জাক দেয় কানে কানে, বসন্ত বাতীর প্রিয় ঘুম
ভেঙে যায়, ভিজ়ে ওঠে দু চোখের পাতা
এমনি মানুষ নিজে ভেঙে ভেঙে তখন গভীরে
নিজের বাইরে এসে চলে যায় দুবে বহুদূরে।



ফলে যাচ্ছে / টন্দন সেন

একটা শব্দন আর এই সংসার

এই নিয়ে আমার রক্ত
দৈনন্দিন জীবনে জমশ-রূপ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস
ফলে যাচ্ছে উপসব আনন্দ আর বোধের পরমায়ু
শুধু কনট্রাস্টপট্ট আর বাজা রমণীদের ডিঙে
ফলে যাচ্ছে আমার সঙ্গ

আর আত্মর ঘরের চিৎকার

একটা শব্দন আর এই সংসার

এই আমার রক্ত
আমার ইচ্ছাসমূহের পাপ জোপ হাচকার
বাজা হবার লাইনে একটা শব্দন আর আমার গা
ফলে যাচ্ছে উপসব পৃথিবী

আমার চোখ আর বোধের সহবাস
একটা শব্দন আর****



নিদ্রায় / পৌতম মুখোপাধ্যায়

অজাত উত্তর থেকে জাত হয় মাড়ের ককুদ
অজাত উত্তর থেকে মোটা মাথা স্ত্রীম দ্বারপাল
অজাত উত্তর যথা
গুরুদাস ধোপাদের কামারের ভূত
পাখোয়াজ শুনে আলি গড়ায় ককুদ।

আমার হৃদয়ের মাঝে দিন যায়

—পাখোয়াজ বাজে।

আমার হৃদয়ের মাঝে দিন যায়

—খাহাজ রাগিনী।

‘ব্রহ্ম হোর আত্মা আশি জানি’

বহুদূর গাছের নীচে অঁকক্ অঁকক্ রাখে

জানা দেয় কঁকড়ো তবানী

শব্দনের শেরাজের রানী।

এমন হৃদয়ের মাঝে দেখা দেয় কালো কোচেরাম

হুজা পায় অঁ ফাঁকে পাঁড়াস কেরানী

মোশ খায় লগ্নী করে জায়া বিহারিনী

আমার পায় অঁই ফাঁকে বিড়াল রমনী।

এবং অঁকক্ শব্দে ডম খায় জলপাই বন

জলপজনপ শব্দ বরাবর শূন্য সেরকম

শিল্পার সশব্দে এণ, বাকুড়ার মন

পেতে গিয়ে নিল যোগে মজ্জা ক্রিসমসন

ধেনে বিজ্ঞা গাওঁটক-এবং শিল্প
একাধিক লাল ধূনা টেনিসের কড়া এগুন।

জৈতোর বাসনা নিয়ে ছুটে যোকে দাঙ্গা ইয়েতি
বরফের শ্বেত ডুখারিনী
আঙুলান কোথা থেকে হোমিও-র মেয়ে দ্রুত গতি
কাজল কেটের টুকে কানো কুলসম
মৌমাছির বন মেনে সজল্লর বন
পাতার কুঞ্জে নিরে বিবি এর বাড়ি।

কাসেমের কুক শেষে কুলসম বিধিয়েই দিল
“কাসেমের কুক শেষে কুলসম বিধিয়েই ছিল”
অনেক বাড়ির জেবে, কাঁচিরে সাবধে
ছুঁকি বিধিয়েছিল বাদী কুলসম।

সেদিন আকাশে ছিল কমাপঙ্ক রেক-এর সারঞ্জী
শারদীয়া মন্তুলাক গবাক্ষে গরাদে
যখন সন্ন্যাসী আর পশাপাশি যবন ফিরলী
তখন মুক্তিকা পটে তুমি ছিল জনাবের ফাঁদে
তখন সন্ন্যাসী আর বিলাসের দাসী
কেবল হরিৎ ফেরত সোনারীও পীত
সন্ধান পিতার নাট্য সুকুচিন শীত
সবুজ গিলেকর সখ লাদশাচী হোকাং মরম।

এরপর এসেছিল অমরায় পূজীভূত ধান
নীলম কালিচা আর কশায় কুলিকা
“প্যারেলার সেইরুপে ধরনের তানপ্রধান গান।”



অভিযোগের উত্তরে | তুলসী সুখোপাধ্যায়

কেউ কেউ বলেন, আমার কবিতা নানি সর্বগ্রাসী হতাশা আচ্ছাদিত। কাকুর
কাকুর মতে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং রাগী। তাদের এই অভিযোগ (?) সত্য
হলে আমি নিজেকে ধনা মনে করব।

চারপাশে আজ কী দেখছি আমার? অহরহ কী দেখতে পাচ্ছি। মানব-
বিশ্বংসী অধঃপতন এবং বিবেকহীন অরাজকতা আমাদের গ্রাস করেনি।
একদিকে কাতারে কাতারে উল্লস কংকাল, দু'টাকার মা বেঁচে দিচ্ছে তার কোলের
ছেলে, একেবারে ভাতের বদলে বাপ তার বালিকা কন্যাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে অতল
অন্ধকারে। অন্যদিকে ফ্যাট ও প্রোতিনে অলমলানো অট্টহাস, কালো টাকার
পাহাড়, পাছা দুটিকে অবিরাম নৃত্যগীত হৃতির ফোয়ারা! মাঝখানে আমরা—
চরম সুবিধাভোগী চরিত্রহীন নল্পট মধ্যবিত্ত মধ্যমেধার দল। তবুসে আদানতে
কলে কারখানার কাজে ফাঁকি দিই, বড় বাবুকে যথাশক্তি তৈলাক্ত করি, ঘুর
খাই, নারীহরণের সংবাদ জিত দিগে চেষ্টে তুলি খবরের কাগজে থেকে এবং
আচ্ছাদ্য সভা সমিতিতে বিপ্লব বিপ্লব বলে গলা ফাটাই। আজ কী দেখছি?
চারদিকে হীনতার পরায়ণ অন্ধ আত্মসম্ভোগ। ভাঙনি এবং প্রতারণা, মিথ্যাচার
এবং প্রবঞ্চনা। হাসপাটে একতিল ভালোবাসা নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস
করে না। মহাপুরুষের চর্চা পোকায় কাটছে। চপল প্রমোদে ডুবে আছে
পরাজিত যৌবন। তবে হ্যাঁ এই মারামারি গাসরাহী অতল গুরুকারের মধ্যেও
চক্ষিণ হঠাৎ একটা বিবেকবান প্রতিরাধ সজ্জন বৈকি। মাঝে মাঝে তাই
অলসে ওঠে দু' একজন পূণ্যবয়স মানুষের খাটি চেহারা। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম
মাইক্রোস্কোপে তাদের অজিহ্ব তিক্ত বোঝা যায় না। এবং এও জানি সেই
প্রতিরোধ শক্তি পরণামে জরী হবেই। ইতিহাসের নির্দেশ তাই। আর তাদের
সংগ্রামকে সহ্যত করার জন্য, তাদের সংকল্পকে সুদৃঢ় করার জন্যই আমার
কবিতা। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—আমার হতাশা এবং রাগ তাদের মাঝে
সংজ্ঞামিত হবে। ‘অতঃপর চারপাশে একটা তুলসাকারাম কাজ মতে যাবে। একটু
অহংকারী অহংকারী বয়ে মনে হচ্ছে? নিরুপায়। এই অহংকারের জোরেই
এখনো কলম পড়ছি।

অতএব আমি চাই—আরো তীক্ষ্ণ হতাশা এবং আরো তীর রাগে ফেটে

পড়ুক আমার কবিতা। আরো স্পষ্ট হোক। অমোঘ অস্ত্রের মতো বিদ্ধ
করুক পাঠকের হৃদপিণ্ড।

এ যাবৎ সেরকম কবিতাই লেখার চেষ্টা করেছি—করে যাবো। সাজানো
গোছানো বামানো কবিতা লেখার আগে আমি আত্মত্যাগ করব।

তাহাদের জীবন কাহিনী / তুলসী মুখোপাধ্যায়

কত সেক্ষেপে যারা দুদিনের উপবাস ডাঙে
যারা একবেলা ভাতের বপলে বানক পুত্র বেঁটে দেয়
কিংবা বচি মেয়ে ভেঁজে দেয় দুর্দান্ত ডামের কবল
যারা ফুটপাথে জন্ম নিয়ে ফুটপাথে মরে
তাহাদের দুঃখের রঙ দেখতে কেমন
কীরকম হৃদয় আগে তাহাদের চোখের জলের
তাহাদের দীর্ঘশ্বাসে কীরকম গন্ধ উঠে আসে
প্রকৃত প্রস্তাবে এইসব জীষণ তথ্য আজো

অজ্ঞাত রয়ে গেছে মানব সভ্যতায়।

যদিও চিত্রকলা প্রদর্শনী নৃত্যগীত কবিতা নাটকে
চাখানা ভুঁড়িখানা মণীর হেসেরে
ওইসব মানুষের জীবনকাহিনী
অভুই মনস্পর্শী জেলাধ কিংবা অশ্রুজলে দিব্যনিশি ঘোরাক্ষেপা করে ?

প্রভাত শ্বিল্পের কবিতা



স্পর্শ

ছুঁয়ে যার, ভীষণ একাকী পেয়ে রণপায়ী অনতিক্রান্ত পাশ দিয়ে চলে যায়
ওখানে কোথায় ?

স্বর্ণের মাসে বর্ষা, সোনালী ময়ূর দাখে, আহামরি নৃত্যমুদ্রা
যার, বহু যার : গভীরে কলকাতা নেশাগ্রস্ত দুয়ার :
বাকদের মুখ জলে তাজামের মুখে মুখের ভিত্তরে মুখ
সমুদ্রগর্জনে ফেনিলসমূহ জেঙ্গে আসে চিহ্নময় চরে।

আমাকেও প্রাস করে সৈনিক মাতাল, আমাকে কোথায় ?
আমি তার চক্ষু-মূলে ছুঁড়ে দিই তাজা বালুকণা
এই সাধারণ সত্যচূর্ণ কি আধাসে শুয়ে থাকে সম্মিলিত হুঁপে
শিরায় প্রাবনম্বতু স্থানিত, ও দীর্ঘ শ্রোতে উর্ধ্বে উঠে যায়

অন্তরীক্স পরে নিরমমার্কিক অন্তঃপুঞ্জেরা
আরগাজ হাতে নিয়ে সরল হুঁসফুস থেকে কক্ষ বার করে,
সেই বর্ষা আসে, নেশাপরিবর্তনের আগে মুদ্রাবদল হয় ময়ূরনৃত্যের
প্রভু আমি গোপন গহ্বর থেকে স্পর্শ পাই শীর্ণ মূর্তিতে
স্পর্শ কি গতিশীল, প্রগতি না অধোগতি, স্পর্শ কি কেবল নৃত্যের

অতিরিক্ত শব্দ পেতে হারিয়েছি স্বাস্থ্যক্লী ও মিলনবিবাদ, ব্রু ভলি
নিম্ন ছিল তার, পায়ে ছিল নীলজল, শেষ স্বাক্ষরের আগে
চতুর বালিকার মতো সহসা উজ্জ্বল বদলে বসেছে—যাও ।
ফিরে আসার মত ফিরে আসা ছ'ল না আমার, অবশ্যউদ্ভাস
কিছু তার শব্দাবলী হাতের তালুতে রাখলাম
নৃত্যরত শব্দের গভীর থেকে মুদ্রাহেদে ঘটে গায়
মুদ্রা বৃষ্টি ছিল না সেখানে, ছিল হাওয়া বসন্তবিলাপী ;
অথবা দ্রুততায় যে কোন শব্দ নিভুতলিমায় যেমে গায়
যেমে যায় ।
সুবর্ণনগর থেকে আহরিত শব্দশিখর রসায়নে যুগে যুগে যায় ॥

মধ্যরাত্রি, সজ্জতার দিগ্ধিম বাদ্যধারা অধিরে যখন বহে যায়
তখনো জীবন অঙ্গার হয়ে জলে, নিজেকে জ্বালায়
পুড়লিকাকে ছুঁতে ভয় পায়, ভাবে স্বর্গ-অধীশ্বর
‘ছিটে ফেলি’ দাত প্রভু, স্ত্রী স্বাস্থ্য কিছু নয়, ক্রটিকাটী ক্রটি
এই কটি সাদা শব্দ দেখা যায় তার পাতে, নীলজলে
জোনাকি ও বিজ্ঞানের তেজ পরস্পর মুক, ঝুঙ্ক
জুগে থাকে ।
জুগে থাকি কবিতা ও দাঁচি, অতিক্রান্ত রাতি অবধি, মিলনবিবাদে

বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়ের কবিতা



বহু বার্থতায়

বহু বার্থতায় জেগে আজি, প্রতিদিন কবিতার কাছে এই জেগে থাকা
কত সুপ্রাচীন, যুগের চেয়ে গাঢ় হিম নেবে আসে যন্ত্রিকের কোষে
আর এই দাপাদাপি নিরর্থক, প্রতিশোধকামী হাত শিথিল ও স্বপ্নগচ্ছীন
এইবার মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে যেতে হবে আশিশব থেকে যত ইতিহাস
শরীর ও মনের পথ ধরে এগিয়েছে সেইসব চাইপাশ ছেড়ে চলে যেতে হবে শুধু
হৃদয়ের জন্য কিছু অশ্রু-লোক মনে নিতে হয় কিছু আফশোস
তবু সব ছেড়ে চলে যাব ফণী-মনসার গায়ে অস্ত্রমান রোপন করে—
জুগে মনে পড়ে কী বিরাট দিগ্ধি, খাউরক্ষ, শান্ত সুশীতল জলে রমনীর দেহ
কবিতার সর্বস্বামী ঠাণ্ডা এই ঘরে, প্রতিটি আসবাবে, শাটের বোতামে তার অসুখিস্পর্শ
কত সূরের বংকার, আজ এই পাড়ার্থেয়ে হৃদয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে
শহরে ট্রামের কাছে চলে যাব, চলে যাব—

অরনার সিংহাসন ছেড়ে সুনিশাণ ছাইকোপারের কাছে ।
আমাকে ক্ষমা কর হে আরা-ডীবন-যৌবন ও তলিষৎ, হে কালসপিনী কবিতা
শেষ জল্পানের কাছে আমি সমপিত, শঙ্কাপ্রভ ও দ্রুকেপহীন ।

ফেরানোর কৌশল জানেন।

ভাসিয়ে দিয়েছে কেউ, ফেরানোর কৌশল জানেনা
সধাযু দহনে জলে পিষ্ট, সমস্ত বসন্ত আজ পশ্চিমের দিকে
প্রগাঢ় পিত্রাম ছিল অনুভূতি কিন্তু বৌদ শতাব্দীর মুখ
মহিলারা বীতশ্রদ্ধ অনুরাগে, সৌখিন আচায়ে মশগুল ।

ভুল, ভুল, বুকের ভেতর শুধু কাদা-মাটি-ওল
জমে আছে, কিছু মরীচিকা, বর্ণা ও হাতুড়ি, চিহ্ন—
দুর্বার ওপর দিয়ে বুটপায়ে হেঁটে যাওয়া কিংবা কোন
প্রকৃতির কাছে আত্মপিন দাঁতে বসে থাকা—
এনামেনো হাওয়ার শুধু প্রবলের স্মৃতিচিহ্ন, ধূসর-হৃদয়
কত যুগ ধরে হাটের ভেতর দিয়ে এই জেগে ওঠা অনিশ্রান্ত-নিরলস
শুধুই মোহের বার্থতায়, তারপর গাড় যুগ বহুদূর শতাব্দীর কোলে
ভাসিয়ে দিয়েছে কেউ ফেরানোর কৌশল জানেনা ।

জয়ন্তকুমারের কবিতা



উপেক্ষা

দেখব না তোমার মুখ, অরিগর্ভ চেয়ে দীর্ঘ,
কালো তুলে গাঢ় মৃত্যুশোক।
দেখব না বললেই আমি এখানে রয়েছি একা ভেগে।
আমার জনাই বুঝি অপেক্ষা ছিল না শুধু কখনো তোমার ?
সমস্ত আসর তবু তুমি কেন ভেঙে দিলে বেগে ?

কথা ছিল

কথা ছিল, কেউ যাবে পূর্বে ও পশ্চিমে,
কেউ যাবে দক্ষিণ, উত্তরে।
সে কথা বিশ্বাস করে, করিনি ছন্দা।
দেখি মাগে তৈরী হচ্ছে হাতকের ঘর।
মুখোপবিশীন লোককে বুঝি কেউ
বিশ্বাসই করে না।

তুমি নও

কটাক্ষে অস্থির কর, দৃষ্টি রাখো ডেউগের ওপরে,
তবু হাওরা বসে যায়, বাউবনে হাওয়ার শনশন।
তুমি যে কিশোরী নও, স্ফুলতনু মেলে খরো হালুকা শাড়ি পরে—
কিশোরীর কাছে আমি বাঁধা আছি সারাটি জীবন।

বিশ্বনাথ ঘোষের কবিতা



চেজে যাও সিদ্ধার্থ চেজে যাও

মুনের মধ্যে আমি একলা ছেঁটে চলেছি
ক্লেশরহী লজ্জাবনত মুখগুলো অন্ধকারে হারিয়ে যাবে
এবং আমি ; সিদ্ধার্থ, ছাড়পত্র নিয়ে চিলে চলে যাবো পরান পেছনে
মেঝানে ছায়া কালো কালো মুখ ডিমলাইটের আলোয়
হৈকে বলবে প্রপট্টার : চেজে যাও সিদ্ধার্থ চেজে যাও

চেজে যাবো লেবুখায় ? কাঁতাসপু ?
অথচ ঘর ছেড়ে এক পাও নড়তে পারি না আমি
মুরতে ফিরতে পায়ের সংগে নড়ে চড়ে আমার সংসার
আখীর পরমাখীরের মতো জজের গভীরে, দেহের কোয়ে—

‘তবু শিলের যুগের মতো একে একে ফিরে আসে জন্মানার খালে
গোপ রেখে বসে থাকব কিশোরীর মূন মুখ
‘ডাকগরে’ অমলের ওই দুখে—ভং ভং ভং ফটো বাজার শব্দ.....
এবং সোনখাড়ির মোড়ে বেশ্যার দামাচদের লাল ছোপে দৈত্য হালি
মেঝানে ছায়া কালো কালো মুখ ডিমলাইটের আলোয়
কুড়ি মেরে বলবে, চেজে যাও সিদ্ধার্থ চেজে যাও

এইখানে, এই বুদ্ধের দেশে

মদীর ভাসানে সুর ছলকে উঠবে বলে
আমার কিসানী মা হাতে মুরপি আধাছাল পাশাপাশি
লগ্নে নিভুনি দিচ্ছিলেন জগিতে
এবং আর্ত শিকার মুখ তুলে দিয়ে ক্লীবতা রক্তের

এইখানে, মাঠে মাঠে মুকুলিত গাজনের দিনে

এইখানে একটি ফলের জন্য মা

আরাসলবধ ছোট ছোট দুঃখগুলো

চিন্ন পালকে সাজিয়ে তৈরী করেছিলেন শিলিত ভুবন আমাদের জন্য।

এইখানে, এই বুকের দেশে, নিরঞ্জন যাদের রক্তে অনন্য প্রতীক

ও যারা কেবল জন্মের কাছে ঋণী মৃত্যুর কাছে অজ্ঞরঙ্গ

আর শৈশবের চোখে চাঁদ যাদের আলোকিত বাস্তবদান

সেখানে মা আমার সতক গ্রহরী মেন প্রতিজ্ঞার ধ্যানটি নির্মান

তবু পরাজিত মুখের ওপরে কেন দেখি অসংখ্য মাছি

কেন দেখি অশ্রুহীন ফেরারী মানুষ রোজ জীবিতদাস হয়ে ফেরে

এইখানে, এই বুকের দেশে, কেন দেখি প্রতিদিন নিঃসফলা পীড়িত যৌবন ?

চিরন্তন

নদীর বুকে হাত রেখে বলেছিলেন :

সজ্জনী, আর একদিন আসবো ;

অনন্ত কালের স্রোতে ভুলে গেলো নদী—

আমিও ভুলেছি তাকে।

কিছুই থাকে না জানি স্থির চিত্রাপিত পটে।

তবু গল্পরাজ ফোটে রোজ পৃথিবীর নিজস্ব নিয়মে

তবু ফাল্গুনে বসন্ত আসে চৈত্রে দারুণ গ্রীষ্ম

তবু মাটির ফাটলে ছা দেখে

চামা নখে খোঁটে মাটি

আকাশ চোপের অন্তরে, মেন সারারাত রুগিট হয়।

আকাশের শেষ নেই—কবে মেন পড়েছি অর্থনীতি, ভুগোলে, ইতিহাসে

গভীর ধরে, দর্শনে, মননে এবং চবিত চবিত—

তবু পাখীর চোখে বিশেষ তীর সকলেই কি ফিরে আসে অর্জুনের মতো ?

কিছুই থাকে না জানি স্থির চিত্রাপিত পটে।

অনন্ত কালের স্রোতে তাই ভুলে গেলো নদী—

আমিও ভুলেছি তাকে।

যে কোনো শিকারী

যে কোনো শিকারী বন্দুক পেলেই ট্রিগারে হাত রাখে

যে কোনো তীরন্দাজ তীর পেলেই লক্ষ্যভেদ করে ফিরে আসে

যে কোনো বিবেকহীন ছুতো পেলেই

নাকাল করে মানুষের দিন রাত্রি

বন্দরের জলঘড়ি নিরসরি

চিহ্নল বৃক্ষের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সৈকো বিষ

অবশেষে একদিন নিজেই নিজের পাশপাট খুঁজে নেয়

দিন ও রাত্রির কাছে নির্ভর শান্তি চেয়ে চেয়ে

কিণ্ড নির্ভর শান্তি কোথায় ? কারো স্বরত বন্দীশালা

মুক্তির নিশান খুঁজেছে কি কখনো

কোনো মানুষের ঘরে

তবু যে কোনো শিকারী বন্দুক পেলেই ট্রিগারে হাত রাখে

যে কোনো তীরন্দাজ তীর পেলেই লক্ষ্যভেদ করে ফিরে আসে

যে কোনো বিবেকহীন ছুতো পেলেই

নাকাল করে মানুষের

দিনরাত্রি।

কংক্রিট কবিতা | পরেশ মণ্ডল

‘কবিতা যদি বদলে’ গিয়ে থাকে
তার কারণ আমি বদলে গেছি
তার কারণ আমরা সবাই বদলে গেছি
তার কারণ মহাবিশ্ব বদলে গেছে’

কংক্রিট কবিতা সম্পর্কে বসতে গিয়ে ফ্রান্সের কংক্রিট কবি পিয়ের্‌ গারানিয়েন্‌, এই মন্তব্য করেছেন।*

এ-মুগের মহাকাশের যুগ। এ-মুগের কবিতা মহাকাশের কবিতা। মহাকাশে প্রবেশ করেছে মানুষ। মহাকাশের মুক্তি, তার অভিজ্ঞতা মানুষকে দিয়েছে অন্যস্তর স্বাদ; আজকের কবিতাকে দিয়েছে অভাবিত ঐশ্বর্য। কবিতা আর কলা নয়, জিয়া, আয়ত্তি নয় নক্ষত্রপুঞ্জ। কবিতা আজ বাস্তবকে থেকে অব্যবহ, সংশ্লিষ্ট থেকে শক্তির কেন্দ্রে বদলে গেছে।

শিল্প-সাহিত্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস মোটামুটি দু'শ বছরের। উনিশ শতকে রোমান্‌টিজম-এ রক্ত কবিতা আশ্রয় খুঁজলেন সিংহলিজ ম-এ। স্বেচ্ছান মানার্‌নে মাদের পুরোষা। শুদ্ধতার জন্যে এই বিদ্রোহ। সংগীতের কাছে তাদের ঋণ। আবার মানার্‌নের কবিতাতেই রয়ে গেল কংক্রিট-কবিতার উৎস-সঞ্জন (পাশার চাল ১৮৯২)। যদিও তার পূর্ববর্তী পানার (১৬৭৪-১৭৬৫)-এর ভাবলোহ-এর সংবাদ আমাদের অজানা নয়।

পরবর্তীকালে গীতম আপোলিন্যের (ভাবলোহ, কালিগ্রাম), এত্‌র পাউন্ড (দি কাম্পোঁস), জেমস জয়েস (ইউলিসিস, ফিনিয়ান্স ওয়েক), ই. ই. ক্যামিংস—এঁদের হাতে বিবর্তনের ধারায় কংক্রিট কবিতার উন্মাদন সূচিত হয়েছে। অন্যদের মধ্যে চিরশিষ্টা পিগেট মন্ড্রিয়ান, হাস আপ', ডাক্সর আলেক্সান্ডার কালভের (মোবাইল্‌স)-এর অবদান বিশেষ মরগযোগ্য। ভাড়াড়া, সংগীতশিল্পী আন্টন ছেপের্ন, চিত্র-পরিচালক আইজমন্‌স্টাইন (মৌতাজ, তেবুনিং); এবং ম্যাক্স বিল্‌, আলবারেস, বুলজ, ডেস্টাইল, প্রভৃতি। কংক্রিট কবিতা-আন্দোলনের প্রভূতিপর্ব রচনায় এঁদের বিদ্রোহ ও স্পিট মূল্যবান, এবং সহযোগী।

* “প্রান্তর্জাতিক আপোলন, অবস্থান ১”
Les Letters, সংখ্যা ৩২, ১৯৬৩

ইতিমধ্যে নানান আন্দোলন হয়েছে, কখনো কবিতায়, কখনো চিত্রে। সিংহলিজ ম-এর পরে ফিউচারিজ ম্‌, দাদা-ইজ ম্‌, সুররোয়ালিজ ম্‌, ইত্যাদি। কেবল চিত্রশিল্পের ভগ্নতই কতগুলো—এক্সপ্রেসনিজ ম্‌, ইমপ্রেসানজ ম্‌, কিউবিজ ম্‌, গ্রাব্‌পঙ্টাই এক্সপ্রেসনিজ ম্‌, গ্র্যাকসন পেট্রিং প্রভৃতি। সমস্ত আন্দোলনের মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি সামান্য সত্য এবং অনিশ্চয়ের পরিচয় মেলে, তা হচ্ছে—মুক্তি ও বাস্তবতা।

শিল্প-ভগ্নতের আবহাওয়া নিশ্চন্দ্রভাবে পাঠে গেল। পরিবর্তিত ভগ্নতের কবিতায় এলো ভিন্ন ভাব, অন্য রূপ। এবং এই রূপান্তরের ধারায় এলো কংক্রিট কবিতা, তার আন্দোলন।

কংক্রিট, কেননা তা গ্রাব্‌পঙ্টাই নয়, বরং গ্রাব্‌পঙ্টাই-বিরোধী,—দৃঢ়, স্পষ্ট, সরল, ইন্ড্রিয়গোচর। উপলব্ধির নির্মাণ-কে কবি স্পষ্ট রূপারোপ ধরে দিতে চান, প্রত্যক্ষ করাতে চান। ভাষা এখানে স্বল্পতম, উপস্থাপনা দৃষ্টিগোচর। প্রশংসা শ্রুতিগোচর কবিতাও কংক্রিট কবিতার অন্যতম। কিন্তু তার প্রাধান্য কম।

সময়ের শর্তসাপেক্ষ নির্দিষ্ট পদ্ধতি থেকে মুক্তির খোঁজে কংক্রিট চিত্রের দ্যস্ত ঘুরে কংক্রিট কবিতার জন্য। বৈজ্ঞানিক সত্ত্বের পদ্ধতিতে এই কবিতা সংযোগ রক্ষা করে। স্বল্পতম ভাষা তার সহযোগী। বিভ্রাপনের সর্বসাধ্য ভাষা এই মিতব্যাক আপেক্ষ প্রেরণাসংকীর্ণ।

কংক্রিট কবিতাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১). দৃষ্টিগোচর কবিতা (২) শ্রুতিগোচর কবিতা। আর আছে কাইনেটিক কবিতা, টাইপরাইটার-কবিতা, যন্ত্র-কবিতা, গ্র্যাকসন-কবিতা, হার্ডকো-কবিতা প্রভৃতি। প্রমথিতগোচর এই মুগে কবিতায়ও দেখা গেল স্বেচ্ছাবিশ্বাস। তার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া হয়ে পড়ল চরমভাবাপন্ন।

কংক্রিট কবিতার আবির্ভাব দ্বিতীয় মহামুজের অবসানে। প্রথম মহামুজের পরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় সুবুরোয়ালিজ ম্‌-এর আন্দোলন; ফর স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা ও ছবি। ভাষা এখানে জ্ঞানাস, যত্নহীন;—গোপন ভগ্নতের ত্রুটি-বাস্তবতার বাধ্যতান প্রকাশ এর চারিত্রালক্ষণ। এরই বৈপরীত্য থেকেই বুঝিবা স্বল্পতম ভাষার মিতব্যাক কংক্রিট-কবিতা-আন্দোলনের উদ্ভব। কেননা, মানুষের মন পেরুজান্সের পন্ডির মতো বায় থেকে ভাইনে, জান থেকে বায়ে দুলে বেড়ায়; এই ঘিচারণী রুজি তার স্বভাবসিদ্ধ। দুই মহামুজের শেষে দুই প্রখ্যাত শিল্প-আন্দোলন। যুজের ধ্বংসনীয়ার পঙ্ডাদ-ভূমিতে জমে উঠল অবিধাস, নৈরাশ্য আর ক্ষোভ। মূল্যবোধ গেল পাঠে। হতাশার সূন্যতা থেকে মুক্তি চাইল শিল্পীরা। তারই স্বাক্ষর এই নবীন আন্দোলন।

৥ ২ ৥

কংক্রিট কবিতা প্রসঙ্গে প্রথমে যার নাম মনে পড়ে তিনি ইতালীর কবি কালো বেল্লারি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখলেন ‘দৈরাল-কবিতা’ (Testi-Poemi

Murali). এবং জানালেন—“সাইরোরীতে নয়, ভবিষ্যতের মানুষ তাদের ঘরের দেয়ালে কবিতার খোঁজ করবে।” এমন বৈপ্লবিক কাজ সত্ত্বেও বোলোয়ী দীর্ঘদিন প্রায় অনাদৃত রয়ে গেছেন।

এর দশ বছর পরে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের কবি অরমেন গোমরিগ্যার প্রকাশ করলেন (১৯৫২-তে লেখা) ‘মক্ষরপুঞ্জ’ এবং পরের বছর ১৯৫৪-তে রিখাল্ডেন তাঁর প্রথম মানিকফেস্টো ‘পংক্তি থেকে মক্ষরপুঞ্জ’। সনেটের প্রাচীন আঙ্গিকে রচনা হয়ে তিনি মুক্তির খোঁজ পেলেও কংক্রিট কবিতায়। কংক্রিট কবিতার আন্দোলন, তার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তনায় গোমরিগ্যার পুরোদাপুরুষ। এই আন্দোলন তাঁর একক প্রচেষ্টা বিশেষ সুবাদ।

প্রায় সমকালে (১৯৫২) ব্রাজিলে ঘটেছে কংক্রিট কবিতার ঐতিহ্য আন্দোলন। তিনজন ব্রাজিলিয়ান কবির যৌথ পরিবার ‘নোয়াগাক্সেস গ্রুপ’। তিন কবি—হারোলদো দে কাম্পোস, অঙ্কতো দে কাম্পোস এবং দেসিও পিগনাতারি—কংক্রিট কবিতার আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁদের পত্রিকা ‘নোয়াগাক্সেস’—২ এ অঙ্কতো দে কাম্পোস নাম দিয়েছেন ‘পোরোজিয়া কনক্রেতা’। এঁদের মানিকফেস্টো ‘কংক্রিট কবিতার পাইলট প্লান’ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গোমরিগ্যার-এর ‘মক্ষরপুঞ্জ’-এ দৃষ্টির প্রাধান্য নোয়াগাক্সেস কবিদের ভাবলেখ-এ জিয়া-ফ্রান্সিস-দুশার প্রাধান্য।

সুইডেনের কবি অরবিঙ্ক ফাহলেনজোম ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে কংক্রিট কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রথম মানিকফেস্টো ‘কংক্রিট কবিতার ইস্তাহার’ ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অবশ্য, এ-সংবাদ গোমরিগ্যার-এর জানা ছিল না।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, বেলগোজাভিয়া, মেক্সিকো, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, আইসল্যান্ড, তুর্কী, ডেনমার্ক, পোর্টুগাল, ফ্রুট ল্যান্ড, ভারত ইত্যাদি দেশে।

সম্প্রতি, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—ফরাসী কবি পিয়ের হার্নিয়েল-এর নাম। প্রথমে তিনি ‘স্পাসিয়ারিজম্’ নামক (কংক্রিট কবিতা) আন্দোলনের প্রবর্তক। ‘লেজেন্ডার’ নামে তিনি একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাছাড়া আছেন আরি শোপা—ফ্রান্সি কবিতার কবি; জুলিয়া ব্রুন, জঁ ফ্রান্সোয়া বোঁর, ইল্‌স্‌ গার্নিয়েল, জঁ-মারি ল্য সিদোয়েল।

এছাড়া, বেলজিয়ামের পল দ্য ক্রুী, ফ্রুট ল্যান্ডের ইয়ান হার্মিনটন ফিমলে, আমেরিকার জোনাথন উইলিয়ামস্‌, জার্মানীর ফ্রান্‌স্‌ মোন, আর্নস্ট ভান্ডল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৥ ৩ ৥

আঙ্গিক-বিসয়/বিসয়-আঙ্গিক সাংকেতিক পর্যায়ে এ-ভাবে কংক্রিট কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। আধার আধার-র মাধ্যম নয়, নিজেই সব। এক

কথায়—কংক্রিট কবিতার কারবার ভাষার উপাদান নিয়ে, তাই দিয়ে সে তৈরি করে কিছু অবয়ব, আর মুখ্যত পাঠ্যর শিল্পতাত্ত্বিক সমাচার।’ (পিয়ের হার্নিয়েল)

‘কংক্রিট কবিতা হলো স্থান-কালের মধ্যে শব্দ ও বস্তুর চাপা উদ্বেজন।’^১

কবিতার মাধ্যম ভাষা। ভাষার উপাদান শব্দ। শব্দ বা তার অংশবিশেষ দিয়ে কংক্রিট কবিতা তাদের উপরলম্বিক অবয়ব দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে, প্রচলিত ভাষা বা বাক্যবন্ধে নতুন উপলম্বির প্রকাশ সম্ভব নয়। এ যুগ মহাকাশের যুগ। আজকের মানুষের অভিজ্ঞতা নতুন। তাঁদের কল্পনা আকাশ-কা-ক্রটি ভিন্ন; মানসিক ভগ্ন আত্মা, উৎপল্লিধ যন্ত্রস্ত।

অপরপক্ষে শব্দ প্রত্যাক, এক বলতে আর বসে, এক বোঝাতে অন্য বোঝায়, চলনা করে। শব্দ ভ্রাণভীর। দীর্ঘদিনের বাবাহারের প্রায়গর্ভ। নানা সময়ে নানা মূহির মত ও সিদ্ধান্ত মাড়ে নিয়ে দাসত্ব করে চলেছে, নিজেকে বিকৃত করে ফেলেছে শব্দ। তার কোন স্বাভাব্য নেই। অপরের ধারণা, অপরের বিশ্বাস, অন্যথাকে ভুতের মতো বয়ে বেড়াচ্ছে।

বাক্য এবং বাক্যবন্ধে বসেন করে তাঁরা অস্বস্তিক্রম শব্দ বা অক্ষর দিয়ে অবয়ব তৈরি করতে চাইলেন, যা সরাসরি ইন্ড্রিপোচর।

মানুষের গোপন ও প্রতীক অনুভবকে শব্দ ইঙ্গিত করে, কিন্তু অর্থপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন, প্রথমীয়যুগের তীর কোনো আবেগমুহুর্তে সে ধারিন আবির্ভাব ঘটে তার অর্থাত্মক শব্দ আছে কি? এসুকিমাদের আলিম লোকগীতির ভাষা কি সর্ব অর্থপূর্ণ? অতএব শব্দের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। এই পথেই মুক্তি।

শব্দ মূলত প্রতীক। লিখিত শব্দের মধ্যেই রয়েছে দৃষ্টির প্রসঙ্গ। যেহেতু লিপি ছবির আখ্যায়িকাকে শব্দে বোঝায়। শব্দকে ভাগ করলে পাওয়া যায়—(১) অক্ষর—যা দৃষ্টিগ্রাহ্য (২) সিলেবল—যা শ্রুতিগ্রাহ্য। দৃষ্টি+শ্রুতি=শব্দ। দৃষ্টি ও শ্রুতি এই দুটি ইন্ড্রিপোচর পথে শব্দ মানুষের মনে তার সংবেদনা সঞ্চারিত করে। শ্রুতির চর্চা কবিতায় আলিমলা থেকে চলে আসছে এবং প্রাধান্য পেয়েছে। দৃষ্টির ব্যাপার অর্বাচীন, মোটামুটি ৩০০০ খৃঃ পূঃ (লিপির প্রচলনের পরে)। সম্ভাবনা থাকলেও দৃষ্টির ব্যাপার প্রায় অচিহ্নিত থেকে গেছে। তাই দৃষ্টির দিক থেকে কী ভাবে উপলম্বিকের রসিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, কংক্রিট কবিদের দৃষ্টি পড়ল সৈনিক, বেশি করে। তাঁরা সাধুনিক ভগ্নতর সন্তান্য সন্ধ্যা গ্রহণ করলেন। প্রচুর চাইল ডাড়া, অনেক চাইল-রাইটার মেশিনকে কাজে লাগালেন, কেউ কমপিউটারকে। ফ্রান্সি-কবিতার কবিতা শ্রুতির প্রয়োজনে ট্রেপ-রেকর্ডার-এ কবিতা ট্রেপ করলেন। ব্রাজিল কবিতার সিনেমা হলো। তাতে একই সঙ্গে রঙ—রঙ-রঙা+গতি+ফ্রান্সি-শব্দ। কেউনা রঙীন কবিতা চাপলেন। ছবির রঙ হলো কবিতায়।

* ‘Pilot Plan for ‘Poética Concreta’ by Noigandres Group, 1958

1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 26

বেরিয়েছে এমন একটি কবিতার বই,
যার প্রতিটি কবিতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে একেকটি
অসামান্য ছবি এবং প্রতিটি ছবিই যেন একেকটি কবিতা।

এই তো এখানে | জয়ন্তকুমার রচিত দিলীপ মুখোপাধ্যায় চিত্রিত

এমন বই বাংলায় এর আগে খুব বেশি বেরোয়নি। শিল্প-
সাহিত্যের সমন্বয় সাধনের একটি বাস্তব প্রয়াস এই গ্রন্থ।
বহু বর্নে মুদ্রিত। প্রতিটি পৃষ্ঠাই চিত্রময়। এই গ্রন্থের
দাম মাত্র দশ টাকা।



আমাদের প্রকাশিত আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ
অশুভ সঙ্গীত ॥ গৌরাজ ভৌমিক ॥ চার টাকা
নদীর সময় ॥ গৌরাজ ভৌমিক ॥ তিন টাকা
ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ॥ শলভ শ্রীরাম সিং
অনুবাদ জয়ন্তকুমার ॥ তিন টাকা ॥



কৃষ্ণ ধরের কাব্য-নাটক
পদধ্বনি পলাতক ॥ চার টাকা

উল্লেখ্য প্রকাশন ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, আগারগাউণ্ড ২
কলকাতা ১২

EDITOR : JAYANTKUMAR

Published by Sri Virendra Nath Mishra from 33, Chittaranjan Avenue
(Underground No. 2) Calcutta-12 Printed by A.K. Dey Hazra from
Chandimata Printers & Stationers, Haripur Road, Cuttack-1.

Cover : DILIP MUKHOPADHYAY